ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি

UNCAC বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের সহায়ক হিসেবে টিআইবির প্রতিবেদন

ঢাকা, ০৫ অক্টোবর ২০২৩

সার-সংক্ষেপ

ভূমিকা

বাংলাদেশ ২০০৭ সালে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UN Convention Against Corruption-UNCAC)- এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক প্রণীত এই প্রতিবেদনটি সনদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্যালোচনার জন্য নির্ধারিত দ্বিতীয় অধ্যায় (প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ) এবং পঞ্চম অধ্যায়ের (সম্পত্তি পুনরুদ্ধার) অন্তর্ভুক্ত অঙ্গীকারসমূহের বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়ন বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে চলমান UNCAC বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে সহায়তার লক্ষ্যে পরিচালিত।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো- উল্লিখিত অধ্যায়ের আলোকে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের উদ্যোগ, সফলতা, ও চ্যালেঞ্জসমূহ তথা সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে: বর্তমান সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক এবং অধ্যায় দুটির উল্লেখযোগ্য কিছু অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ, সফলতা, সীমাবদ্ধতা তথা সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং সনদের অধিকতর কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নযোগ্য নীতিনির্ধারণী ও দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণার পরিধি

প্রতিবেদনে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের দ্বিতীয় অধ্যায় (প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা) ও পঞ্চম অধ্যায়ে (সম্পত্তি পুনরুদ্ধার) অন্তর্ভুক্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। সনদের যেসব বিষয় ও অনুচ্ছেদসমূহ এই পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে - দুর্নীতি দমন নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন (অনুচ্ছেদ ৫), দুর্নীতি প্রতিরোধক সংস্থাসমূহ (অনুচ্ছেদ ৬), সরকারি খাত, সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণবিধি, স্বার্থের সংঘাত ও সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ (অনুচ্ছেদ ৭.১, ৭.২, ৮.১, ৮.২, ৮.৩ ও ১২), রাজনৈতিক অর্থায়ন (অনুচ্ছেদ ৭.৩); রিপোর্টিং প্রক্রিয়া ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা (অনুচ্ছেদ ৮.৪ ও ১৩.২); সরকারি ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (অনুচ্ছেদ ৯.১ ও ৯.২) ; তথ্যে অভিগম্যতা ও সমাজের অংশগ্রহণ (অনুচ্ছেদ ১০ ও ১৩.১), বিচার বিভাগ ও প্রসিকিউসন সেবা (অনুচ্ছেদ ১১), অর্থ পাচার প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১৪, ৫২ ও ৫৮), পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (অনুচ্ছেদ ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৯), অপরাধের দ্বারা অর্জিত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও নিস্পত্তিকরণ (অনুচ্ছেদ ৫৭)।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রতিবেদনটি ভিয়েনা-ভিত্তিক UNCAC কোয়ালিশন ও বার্লিন-ভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের গাইডলাইন ও প্রতিবেদন ফরমেট ব্যবহার করে তৈরি করেছে টিআইবি। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ

উৎসের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট নথি/ প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রতিবেদন কাঠামো

প্রতিবেদনটি ছয়টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত ভূমিকায় গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণা পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে সরকারি পর্যালোচনা প্রক্রিয়া, তথ্যের সহজলভ্যতা, দুর্নীতিবিরোধী আইন ও আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের বাস্তবায়ন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন, চতুর্থ ভাগে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদসমূহের পেক্ষিতে প্রাপ্ত তথ্য এবং পঞ্চম ভাগে সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং ষষ্ঠ ভাগে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের আরো কার্যকর বাস্তবায়নের অগ্রগতির লক্ষ্যে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সরকারি পর্যালোচনা প্রক্রিয়া

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ সরকারের পর্যালোচনা- (Self-assesment) দল প্রতিবেদনের প্রণয়নের কাজ করছে। সরকারের পর্যালোচনার এক পর্যায়ে বিগত ১৩ জুন ২০২৩ সুশীল সমাজের কতিপয় প্রতিনিধিকে সরকারের প্রণীত প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয়। এতে কেবল ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিবেদনের উপর মন্তব্য প্রদান করে।

তথ্যে অভিগম্যতা

তথ্য সংগ্রহ এই গবেষণার সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিলো। সরকারি দপ্তরসমূহে সীমিত প্রবেশাধিকার তথ্য সংগ্রহে অনেক ক্ষেত্রে বাধার সৃস্টি করে। এছাড়া কোভিড পরিস্থিতি এই অবস্থাকে আরো জটিল করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতার শিকার হতে হয়। কোনো কোনো তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার দিলেও তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নাম প্রকাশ না করোর শর্তে সীমিত তথ্য প্রদান করতে রাজি হয়। তথ্য অধিকার আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তথ্যের আবেদন করলেও আংশিক তথ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অনেকাংশে পরোক্ষ তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। সার্বিকভাবে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ ও অনলাইনসহ বিভিন্ন পরোক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন প্রণীত হয়।

আইন ও আইনের প্রয়োগ

২০০৪ সালে সরকার কর্তৃক দুর্নীতিবিরোধী আইন প্রণীত হয়। ২০০৭ সালে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে সাক্ষরের পর একই বছর দুর্নীতি দমন নীতিমালা প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন, এরপর ২০১১ সালে জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা আইন, ২০০৮ সালে ক্রয় বিধিমালা, ২০১২ সালে অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণীত হয়। আইন প্রণয়নের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও বাংলাদেশ বাস্তবায়নের দিক থেকে আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আইন, ২০০৪ অনুযায়ী দুর্নীত দমনে বিশেষায়ীত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্নীতি দমন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। তবে কমিশনকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করতে এর আইনগত বাধা যেমন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতির আইনগত বাধ্যবাধকতা দূর করতে হবে। অন্যদিকে, দুদকের ওপর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

একটি দক্ষ সিভিল সার্ভিস গঠনে ইতিপূর্বে যেসকল আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সিভিল সার্ভিস নীতিমালা ১৯৮১ ও সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ এবং এর ভিত্তিতে গৃহীত বিভিন্ন বিধি অন্যতম। এছাড়া সাম্প্রতিককালে প্রণীত সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে সরকারি কর্মকর্তার গ্রেফতারের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতির বিষয়টি দুর্নীতি দমনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

জনপ্রতিনিধত্ব আদেশ (RPO) এবং নির্বাচন আচরণবিধি এবং পরবর্তীতে নির্বাচন ব্যয় বিষয়ক অধ্যায় সংযোজন করা হয় এবং নির্বাচন ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এর সংশোধন আনা হয়। তবে দলীয় প্রধানের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাধ্যবাধতকতা নেই।

সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে ২০০৬ সালে সরকারি ক্রয় আইন প্রণয়ন, ২০০৮ সালে সরকারি ক্রয় বিধিমালা প্রবর্তন এবং ই-জিপি প্রবর্তন (E-GP) করা হয়। এতদস্বত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের সঙ্গে ক্রয় প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণকারী সরবরাহকারীদের জোগসাজশের কারণে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ই-জিপির ফলে প্রকৃত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বিরল, বরং ক্রয় প্রক্রিয়ায় এক ধরনের জবরদখলের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে।

সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের বিয়য়ে উল্লেখ থাকলেও ২০০৭ সালে প্রথম এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। তবে আনুষ্ঠানিক পৃথকীকরণ হলেও এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও নির্বাহী প্রভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। নিম্ন আদালতে সেবাগ্রহীতাদের ব্যাপক দুর্নীতির শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

অর্থ পাচার প্রতিরোধে ২০০২ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রবর্তিত এবং ২০১২ ও ২০১৫ সালে এর সংশোধন এবং ২০১৯ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সম্ভাব্য আইনগত কাঠামো তৈরি হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Intelligence Unit -BFIU) প্রতিষ্ঠা এবং এগমন্ট গ্রুপে (Egmont Group) বাংলাদেশের সদস্যপদ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করে। তবে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পাচারকৃত অবৈধ অর্থের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।

সারণি ১: বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ সারসংক্ষেপ

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের অনুচ্ছেদ	আইনত বাস্তবায়ন	প্রায়োগিক বাস্তবায়ন
অনুচ্ছেদ ৫: দুর্নীতি দমন নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৬ : দুর্নীতি প্রতিরোধক সংস্থাসমূহ	মোটামুটি	মধ্যম পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৭.১, ৭.২, ৮.১, ৮.২, ৮.৩ ও ১২: সরকারি খাত, সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণবিধি, স্বার্থের সংঘাত ও সম্পত্তি সম্পকিত তথ্য প্রকাশ	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৭.৩: রাজনৈতিক অর্থায়ন	আংশিক	নিম্ন পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৮.৪ ও ১৩.২: রিপোর্টিং প্রক্রিয়া ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৯.১ ও ৯.২: সরকারি ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	মোটামুটি	মধ্যম পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ১০ ও ১৩.১: তথ্যে অভিগম্যতা ও সমাজের অংশগ্রহণ	মোটামুটি	মধ্যম পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ১১: বিচার বিভাগ ও প্রসিকিউসন সেবা	মোটামুটি	মধ্যম পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ১৪, ৫২ ও ৫৮: অর্থ পাচার প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের

অনুচ্ছেদ ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৯: পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৫৭: অপরাধের দ্বারা অর্জিত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও নিস্পত্তিকরণ	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের

সারণি ২: নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা

প্রতিষ্ঠানের নাম	কার্যকরতা	মন্তব্য
দুর্নীতি দমন কমিশন	মধ্যম পর্যায়ের	প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগসূত্র রয়েছে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন পর্যায়ের
সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)	উত্তম পর্যায়ের	সিপিটিইউ কর্তৃক সক্রিয়ভাবে ই-জিপি পরিচালনার ফলে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি হয়েছে; তবে রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের কারণে সরকারি ক্রয়ে এখনও সমস্যা রয়েছে; ক্রয়ে একচেটিয়াকরণের প্রবণতা রয়েছে
তথ্য কমিশন	মধ্যম পর্যায়ের	তথ্য কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও কার্যকরতা প্রত্যাশিত পর্যায়ের না
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট	মধ্যম পর্যায়ের	বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের আইনী ও কাঠামোগতভাবে সুসংগঠিত হলেও অর্থপাচারের কার্যকর প্রতিরোধে ও পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বিরল। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ও পারস্পারিক সহযোগিতার ঘাটতি রয়েছে

সুপারিশমালা

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের বাস্তবায়নে বাংলাদেশের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত অগ্রগতি দৃশ্যমান। তবে আইনের কার্যকর প্রয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভাবনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে এবং অনেক অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্লোক্ত পদক্ষেপসমুহ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে

১. দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং একে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব মুক্ত রাখা;
২. দুর্নীতি দমন কমিশনের এখতিয়ার এবং এর কার্য-পরিধি খর্ব করে আইনের এমন ধারাসমূহ এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ বাতিল করা;
৩. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের সংশোধন করে ২০১২ সালের সংস্করণে যে সকল বিষয়কে মানিলন্ডারিংয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো সেগুলোকে পুনরায় এর অন্তর্ভুক্ত করা;

৪. সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও অপসারণের এখতিয়ার স্বাধীন সত্তার (যেমন - সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল) ওপর ন্যস্ত করা। বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করণে একে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা। অধস্তন আদালতে নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের সংস্কৃতি পরিহার করা। বিচারিক সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের আয় ও সম্পদের তথ্যপ্রকাশ ও হালনাগাদকরণসহ আচরণবিধি মেনে চলা বাধ্যতামুলক করা

৫. পাবলিক প্রসিকিউটর ক্যাডার সার্ভিস চালু করা।

৬. দুর্নীতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ ও অন্যান্য কার্য পরিচলনায় আইনগত বাধা দুর করে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ সহজতর করা

৭. সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিতকরণে সম্পদের বাৎসরিক বিবরণ জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তৈরি ও প্রয়োগ করা; এক্ষেত্রে একটি কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা চালু করা ও ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

৮. সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে গণতান্ত্রিক ও জবাবহিতামুলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;

৯. ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করা; সরকারি ক্রয়ে রাজনৈতিক প্রভাব ও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা দূর করা; সকল প্রকার ও পরিমাণের সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি প্রবর্তন করা;

১০. জাতীয় পর্যায়ে ও খাতভিত্তিক ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করা;

১১. বাৎসরিক ও মধ্যবর্তী আর্থিক বাজেট প্রতিবেদন যথাসময়ে তৈরি ও প্রকাশ করা; প্রতিবেদনসমূহ বিস্তারিত করা ও জনগণের জ্ঞাতার্থে উন্মুক্ত করা;

১২. তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও চাহিদামাফিক তথ্য প্রকাশে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তথ্য কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও সরকারি প্রভাবের ঝুঁকি নিরসন করা;

১৩. সরকারি খাতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করা;

১৪. জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা;

১৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাাদিহিতা নিশ্চিত করা; এবং কালো টাকা সাদা করার অসাংবিধানিক, বৈষম্যমূলক ও দুর্নীতি সহায়ক ব্যবস্থা চিরতরে বাতিল করা; এবং

১৬. অর্থপাচার রোধে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের পেশাগত দক্ষতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধি করা; পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং এক্ষেত্রে মিউচুয়াল লিগাল এসিস্ট্যান্সসহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।